ইশ্যূ ২

বিপিএটিসি

নিউজলেটার অন চাইল্ড রাইট্‌স

ডিসেমিনেইটিং নলেজ, প্রমৌটিং চাইল্ড রাইট্‌স

ডিসেম্বর ২০১৮

প্রিয় পাঠক,

বিপিএটিসি এবং ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর অংশীদারিত্ব তথা যৌথ সহযোগিতার আওতায় প্রকাশিত বিপিএটিসি নিউজলেটার অন চাইল্ড রাইট্‌স-এ আপনাকে স্বাগতম। এই বুলেটিনটি আপনাকে বিপিএটিসি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠক্রমে শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ, প্রশিক্ষণার্থীদের শিশু অধিকার বিষয়ে ধারণা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং শিশু অধিকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাখবে।

বিপিএটিসি ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ নিজেদের ম্যান্ডেট ও সংবিধি অনুসারে জনপ্রশাসন, গবেষণা, উপদেশনা এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও সম্পদ বিনিময় ক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এই অংশীদারিত্বের অধীনে প্রণীত দুটি কর্মপরিকল্পনার নির্ধারিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিপিএটিসি ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ বহুমাত্রিক দ্বি-পাক্ষিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে । এই নিউজলেটারটি অংশীদারিত্বের বিভিন্ন বিষয়, শিশুদের পরিস্থিতি ও শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছে যা সরকারের শিশু সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

আমরা বিশ্বাস করি যে সম্মানিত পাঠকগণ নিউজলেটারটি পড়ে আনন্দিত বোধ করবেন এবং সমৃদ্ধ হবেন ।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রকল্প)
ও
সম্পাদক
মুঠোফোন: ০১৭১৮৭৬৮৩০০
ই-মেইল: dirproject@bpatc.org.bd
jahidul.islam95@gmail.com

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় শিশু অধিকার বাস্তবায়নে সহায়ক

ড. এম আসলাম আলম
রেক্টর, বিপিএটিসি

বিপিএটিসি'র রেক্টর (সিনিয়র সচিব) ড. এম আসলাম আলম বিপিএটিসি ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ যৌথ সহযোগিতার দ্বিতীয় কর্ম পরিকল্পনার উদ্যোগ গ্রহণ এবং বহুবিধ কার্যাবলী বাস্তবায়নের অবিরাম উৎস। তাঁরই গতিশীল নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় ফোকাল পয়েন্ট এবং থিমেটিক গ্রুপ অন চিলড্রেন (টিজিসি) এর সদস্যবৃন্দ পরিকল্পিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। ড. এম আসলাম আলম বিপিএটিসি-তে যোগদানের পর থেকেই জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ২০৩০ বাস্তবায়নের উপর ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বারোপ করে যাচ্ছেন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে লক্ষ্যমাত্রা-১৬ তথা টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার বিকাশ, ন্যায়বিচারে সকলের জন্য প্রবেশাধিকার, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন। এছাড়াও তিনি লক্ষ্যমাত্রা-১৭ অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নের উপায়সমূহকে শক্তিশালীকরণ এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনরুজ্জীবিতকরণ বা যৌথ সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন। এই লক্ষ্যমাত্রা দুটি ২০৩০ সালের মধ্যে অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রাসমূহ উপলব্ধি ও অর্জন করার ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করেন যে, দ্বিতীয় কর্ম পরিকল্পনায় গৃহীত কার্যাবলি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে এসডিজি অর্জনে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখবে। তিনি মনে করেন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে কর্মকর্তাদের নিকট শিশু বিষয়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় শিশু অধিকার বাস্তবায়ন অগ্রসরমান করবে। এজন্য তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠক্রমে শিশু বিষয়ক উপযুক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর মধ্যে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক, দক্ষ ও পেশাজীবী সিভিল সার্ভেন্ট গঠনের লক্ষ্যে নিবেদিত দেশের সর্বোচ্চ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আন্তঃসরকারি পর্যায়ের সংগঠন ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর সাথে সহযোগিতার লক্ষ্যে বিগত ১৮ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বাংলাদেশ সরকার ইউনিসেফ এর সহযোগিতায় দেশের ২২টি সুবিধাবঞ্চিত জেলায় এবং ১১টি সিটি কর্পোরেশনে শিশু অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণের জন্য 'স্থানীয় সক্ষমতা প্রতিষ্ঠা এবং কমিউনিটির ক্ষমতায়ন' কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। ২০১৫ সালের শুরুর দিকে এই কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের নানা স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে শিশু অধিকার বিষয়ে সচেতনতা ও

সক্ষমতা বৃদ্ধির বৃহত্তর লক্ষ্যে বিপিএটিসি ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ যৌথ সহযোগিতার বিষয়ে একমত হন এবং দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন যেখানে নিম্নোক্ত সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়:

- শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিনিময়;
- কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল টিম গঠন;
- হ্যান্ডবুক প্রণয়নের মাধ্যমে সেক্টর ভিত্তিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা;
- ডেটা রিপোজিটরির মাধ্যমে নলেজ বেইজ এর উন্নয়ন; এবং
- কর্মসূচি থেকে অর্জিত শিক্ষা বিনিময়।

বিশ্ব শিশু দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন

"Children are taking over and turning the world Blue" থিমকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বে পালিত হয়েছে বিশ্ব শিশু দিবস ২০১৮। প্রতিবছর ২০ নভেম্বর সারা পৃথিবীতে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। ২০ নভেম্বর বিশ্ব ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৯ সালে এ তারিখে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ Declaration of the Rights of the Child শীর্ষক শিশু অধিকার ঘোষণা এবং ১৯৮৯ সালে বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বিস্তৃত পরিসরে স্বীকৃতি পাওয়া the Convention on the Rights of the Child শীর্ষক শিশু অধিকার সনদ গ্রহণ করে যা সিআরসি নামে সমধিক পরিচিত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এই সিআরসি-এ ১৯৯০ সালে অনুস্বাক্ষর করে।

বিশ্ব শিশু দিবস হচ্ছে শিশুদের জন্য এবং শিশুদের দ্বারা বিশ্বব্যাপী একটি বার্ষিক দিবস। এ দিনটি উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য হল-

- শিশুদের অধিকার ও প্রয়োজনগুলোর বিষয়ে সমগ্র বিশ্বে সচেতনতা তৈরি করা
- শিশুদের সহায়তায়, বিশেষ করে সবচেয়ে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহায়তায় কর্মরত ব্যক্তি, করপোরেট প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে শিশু ও তরুণ জনগোষ্ঠীর কথা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ বিশ্ব শিশু দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন আনন্দঘন কর্মসূচি পালন করেছে।

বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি

বিগত দশকগুলোতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি সত্ত্বেও সারা বিশ্বে লাখ লাখ শিশু এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে, ছিন্নমূল ও অরক্ষিত রয়েছে। বিশ্ব শিশু পরিস্থিতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য:

- বর্তমানে বিশ্বে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী ২৬ কোটি ২০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে।
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী আরো ৪ কোটি ১০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না।
- ৬৫ কোটি মেয়ে ও নারীর বিয়ে হয়ে যায় ১৮তম জন্মদিনের আগেই।
- ২০১৭ সালে ৫৪ লাখ শিশু তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই মারা যায়, যার বেশির ভাগই ঘটেছে প্রতিরোধ করা যায় এমন কারণে।
- প্রতি ৫ সেকেন্ডে বিশ্বে ১৫ বছরের কম বয়সী ১ জন শিশু মারা যাচ্ছে।

শিশুদের জন্য যদি উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা না হয়, তাহলে ২০৩০ সালের মধ্যে সমগ্র বিশ্বে-

- প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী ২৭ কোটি ৮০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে।
- প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়সী আরো ৪ কোটি ২০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে থাকবে।
- আরও ১৫ কোটি মেয়ের বিয়ে হবে তাদের ১৮তম জন্মদিনের আগেই।
- ৫ কোটি ৬০ লাখ শিশুর মৃত্যু হবে তাদের পঞ্চম জন্মদিনের আগেই।

তথ্য সূত্র: ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও ইউএন আইজিএমই

বাংলাদেশে শিশু পরিস্থিতি

বাংলাদেশ বিগত বছরগুলোতে মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। প্রশংসিত হয়েছে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনেও। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সত্ত্বেও শিশু পরিস্থিতি সংক্রান্ত সূচকসমূহ এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। বাংলাদেশে শিশু পরিস্থিতি সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তথ্যসমূহ:

- নবজাতক মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২০ (২০১৬)।
- ১ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২৪ (২০১৭)।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ৩২ (২০১৭)।
- মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি ১ লক্ষে ১৭৬ (২০১৫)।
- ১২-২৩ মাস বয়সী ১২ শতাংশ শিশু টিকাদান কর্মসূচির বাইরে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এ হার ২৭.৯ শতাংশ ।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেট এনরোলমেন্ট বহির্ভূত শিশু ২.১৫ শতাংশ (২০১৮)।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পূর্বেই ১৮.৬ শতাংশ শিশু ঝরে পড়ে (২০১৮)।
- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নেট এনরোলমেন্ট বহির্ভূত শিশু ৪৬.৯০ শতাংশ (২০১৮)।
- ৪৬.৯৫ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা হাত ধৌতকরণের সুবিধা পাচ্ছে না (২০১৮)।

তথ্য সূত্র: ইউএন আইজিএমই, ব্যানবেইস ও বাংলাদেশ ইকনমিক রিভিউ ২০১৮

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ কমলেও এখনও উদ্বেগজনক

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার কমছে। ২০১৫ সালে ১৫ বছরের নীচে বাল্যবিয়ের শতকরা হার ছিল ২৩.৮ এবং ২০১৬ সালে ২২.৫ যা হ্রাস পেয়ে ২০১৭ সালে হয়েছে ১০.৭ । অন্যদিকে ১৮ বছরের নীচে বিয়ের শতকরা হার ২০১৫ সালে ছিল ৬২.৮ এবং ২০১৬ সালে ৫৯.৭ যা কমে ২০১৭ সালে হয়েছে ৪৭। বর্তমান সরকার বাল্যবিবাহের হার কমানোর জন্য জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গার্লস সামিটে ২০২১ সালের মধ্যে ১৫ বছরের নিম্নে সকল শিশুর বাল্যবিবাহ নির্মূল, ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে বাল্যবিবাহের হার এক-তৃতীয়াংশে হ্রাস এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণকল্পে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০১৮ সালে প্রণীত হয়েছে এ সংক্রান্ত বিধিমালা ।

ইউনিয়ন ও পৌরসভা এলাকায় ৪৮৮৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা। তথ্য আপা প্রকল্পের আওতায় তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সারা দেশে নারীদের সচেতন করা হচ্ছে। চালু করা হয়েছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধকল্পে ন্যাশনাল হেল্পলাইন নম্বর ১০৯। গঠন করা হয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটি। ইতোমধ্যে প্রশাসন ও অন্যান্যদের উদ্যোগের মাধ্যমে সিলেট বিভাগকে বাল্যবিবাহ মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ বাস্তবায়নকল্পে সরকার প্রণয়ন করেছে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-৩০।

জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এ বাল্যবিবাহকে ক্ষতিকর প্রথা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা প্রতিরোধের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকার এ লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করছে ।

বাল্যবিবাহ নিরোধে ন্যাশনাল মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন

বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফ এর যৌথ উদ্যোগে ন্যাশনাল মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়েছে যা ৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে উদ্বোধন করা হয়। এ ক্যাম্পেইনে বাল্যবিবাহকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে । এর কারণ তিনটি:

ক্ষতিকরঃ বাল্যবিবাহ কন্যা শিশুর কোন উপকরা করে না বা সুরক্ষা দেয় না। এটা তার শৈশবের ও জীবনের সুযোগকে নষ্ট করে। কোন সমাজ বা সম্প্রদায়কে বাল্যবিবাহ কোন উপকার করে না। একজন শিক্ষিত যুবক বা যুবতী দেশের উন্নত ভবিষ্যত তৈরী করে।

বেআইনিঃ বাল্যবিবাহ বেআইনি এবং শাস্তিযোগ্য। অজ্ঞতা বা উদাসীনতা বাল্যবিবাহের কোন কারণ হতে পারে না।

পুরনোঃ ধীরে ধীরে মানুষ বাল্যবিয়ে প্রত্যাখান করছে। বাল্যবিয়ে প্রয়োজনীয় নয় এবং এ প্রথা সমাজের ক্ষতি করছে।

ন্যাশনাল মাল্টিমিডিয়া ক্যাম্পেইনটির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সচেতনতা ও প্রতিবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে বাল্যবিবাহের চিরায়িত প্রথাকে প্রতিরোধ করা। ব্যক্তির সমন্বিত প্রতিবাদ ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। এজন্য বাল্যবিয়েকে প্রতিরোধ ও সক্রিয়ভাবে প্রত্যাখান করা ব্যক্তির দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে ক্যাম্পেইনে।

বাংলাদেশে শিশু বাজেট

১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট বাজেট ও শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেটঃ

ক্রম নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মন্ত্রণালয়ের বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		শিশু সংশ্লিষ্ট বাজেট (বিলিয়ন টাকা)		মন্ত্রণালয়ের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট শতকরা হার	
		বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৭-১৮
১.	প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২৪.৬৬	২২০.২৩	২২৩.৫৫	২১৮.৭১	৯৯.৫১	৯৯.৩১
২.	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৫৭.০২	৫২.৭১	৪৪.৫১	৩৮.৪৩	৭৮.০৬	৭২.৯১
৩.	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২৪৮.৯৬	২৩১.৪৮	১৭৭.১৬	১৫৪.৫৫	৭১.১৬	৬৬.৭৭
৪.	স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	৫২.৯৮	৪৪.৭৬	২১.৪৬	১৭.৪৯	৪১.০৫	৩৯.০৮
৫.	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৫১.৬৬	১৬২.০৩	৭৮.৫১	৬৩.০২	৪৩.১১	৩৮.৮৯
৬.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩৪.৯০	২৫.৭৬	১০.৮৫	৯.২৪	৩১.৬৮	৩৫.৮৭
৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৯৬.৫৯	৮৮.৫৩	২৯.৫৫	২৪.৭২	৩০.৬০	২৭.৯২
৮.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৫.৯৩	৪৮.৩৪	১৪.০৮	১০.৪২	২৫.১৭	২১.৫৬
৯.	স্থানীয় সরকার বিভাগ	২৯১.৫৩	২৪৪.৭৪	২৫.৭৬	১৬.৪৩	৮.৮৪	৬.৬৬
১০.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২.২৭	২.৬৩	০.২০	০.১৭	৮.৮৬	৬.৪৬
১১.	জন নিরাপত্তা বিভাগ	২১৪.২৬	১৮২.৮৮	২৪.২৯	৫.২১	১১.৩৪	২.৮৫
১২.	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১.৪৬	১১.৪৬	০.৬১	০.১০	৫.২০	০.৮৭
১৩.	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	৫.১০	৪.১৭	১.০২	০.২১	১৯.৯৯	৫.০৪
১৪.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১৪.৯৮	১৩.৮৭	১.৭১	০.২৩	১১.৪০	১.৬৬
১৫.	আইন ও বিচার বিভাগ	১৫.২৪	১৪.২৪	০.৪১	০.১০	২.৬৮	০.৭০
	সর্বমোট (নির্বাচিত ১৫টি মন্ত্রণালয়)	১৫০৭.০	১৩৫৯.৮	৬৫৬.৫	৫৫৯.০	৪৩.৫৬	৪১.৪১
	১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশে জাতীয় বাজেটের শতকরা হার			১৪.১৩	১৩.৯৭		
	১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশে জিডিপির মোট শতকরা হার			২.৫৯	২.৫৩		

উৎসঃ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট

বাংলাদেশ সরকার-ইউনিসেফ কান্ট্রি প্রোগ্রাম ২০১৭-২০২০

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বাংলাদেশে শিশুদের জীবন মান উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ দেশের সকল শিশুর জীবনমান উন্নয়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চার বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২০) একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-২০২০ সময়কালের জন্য ইউনিসেফ ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদান করছে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে একটি এ্যাকশন প্ল্যান ডকুমেন্ট (২০১৭-২০২০) প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১২-২০১৬ সালের কান্ট্রি প্রোগ্রাম রিভিউপূর্বক এ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরসমূহ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের অনুমোদিত সরকারি নীতিমালা অনুসরণ করে গৃহীত কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি কিছু বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) কতিপয় নির্ধারিত কর্মকান্ড বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে।

লোকাল গভর্ন্যান্স ফর চিলড্রেন কর্মসূচি বাস্তবায়ন জোরদারকরণে কাজ করছে ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিসেফ কর্তৃক শিশুদের জীবন মান উন্নয়নে যৌথভাবে গৃহীত সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় 'লোকাল গভর্ন্যান্স ফর চিলড্রেন (এলজিসি) ২০১৭-২০২০ নামক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির বাজেট ৪২ কোটি টাকা । উল্লেখ্য, গত ২০১২-১৬ মেয়াদি লোকাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট (এলসিবিসিই) শীর্ষক কর্মসূচির অর্জিত ফলাফল, শিশু পরিস্থিতি বিষয়ক প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করেই এই নতুন কর্মসূচিটি তৈরি হয়েছে। কর্মসূচিটির সঠিক বাস্তবায়ন ও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান ও সহযোগিতা প্রদান করতে জাতীয় পর্যায়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব এঁর নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি। এলজিসি কর্মসূচি বাস্তবায়নের সংগে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ (বিপিএটিসি ও এনআইএলজি) স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর রেক্টরের প্রতিনিধি হিসেবে এ ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন পরিচালক (প্রকল্প) ও পার্টনারশিপের ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম।

এলজিসি কর্মসূচির সামগ্রিক লক্ষ্য হচ্ছে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকায় উন্নয়ন সমন্বয় কাজে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা যেন স্ব-স্ব এলাকায় বসবাসরত সকল শিশুর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, শিশুর জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের কাজগুলো আরও সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন তার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

কর্মসূচিটি নিম্নবর্ণিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করেছে:

- কর্মসূচির আওতাধীন মোট ২২টি জেলা ও মোট ১১টি সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সকল শিশুর বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়মিত বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ;
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক উন্নয়নের পথে বাঁধা-বিপত্তি ও দুর্যোগ-ঝুঁকি চিহ্নিত, বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে মাইক্রোপ্ল্যান প্রস্তুত করে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- শিশুদের দুর্যোগ-ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে ও সম্ভাব্য পরিণতি/ফল গুরুত্বসহ বিবেচনায় রেখে ঐসকল ঝুঁকি কমাতে একটি শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ; এবং
- সকল শিশুর সমস্যা ও দুর্যোগ-ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনার সময় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দসহ স্থানীয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি জেলা ও সিটি কর্পোরেশন কমিটিগুলোকে কৌশলগত দিক-নির্দেশনা প্রদান, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও যোগাযোগ, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন মনিটরিং, যৌথ পরিদর্শন ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে থিমেটিক গ্রুপ ও জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে থিমেটিক গ্রুপ কাজ করছে। এছাড়া উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান সমন্বয় কমিটিতে শিশু পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও তাদের উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদান করছেন।

বিপিএটিসি-তে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে শিশুদের অংশগ্রহণ

জাতীয় কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিপিএটিসি শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। গৃহীত

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৮ এ প্রতিযোগী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন বিপিএটিসি'র রেক্টর ড. এম আসলাম আলম

কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান এবং বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রী তথা শিশুদের জন্যেও বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। শিশুদের জন্য আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য কবিতা আবৃত্তি ও দেশাত্মবোধক গানের প্রতিযোগিতা এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য রচনা প্রতিযোগিতা। প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই বয়স ও শ্রেণির ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের মধ্য থেকে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থান অধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিপিএটিসি'র রেক্টর ড. এম আসলাম আলম। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিশু-কিশোরকে বিশেষ পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হয়।

বিপিএটিসি-তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৯৮তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৯৮তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিপিএটিসি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। গৃহীত কর্মসূচির মধ্যে র‍্যালী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, তাঁর জীবন ও দর্শন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে বিশেষভাবে আলোচনা অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও শিশু-কিশোরদের নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। এসব কর্মসূচিতে কেন্দ্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, চলমান সকল কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী, বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। শিশুদের জন্য আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য কবিতা আবৃত্তি এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য রচনা প্রতিযোগিতা । প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই বয়স ও শ্রেণির ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয় । প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৯৮তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের একজন শিক্ষার্থী।

বিপিএটিসি-তে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৩তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবসের কর্মসূচিতে শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৩তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিপিএটিসি এবারও জাতীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৩তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুদের অংশগ্রহণ

কর্মসূচির আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে । এসব কার্যক্রমে বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চলমান কোর্সসমূহের প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন । গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ছিল কালো ব্যাজ ধারণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, আলোচনা সভা, বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ও কেন্দ্রে কর্মচারীদের সন্তানদের (শিশু ও কিশোর) অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি ও রচনা প্রতিযোগিতা এবং প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ কার্যক্রম ইত্যাদি। শিশুদের জন্য আয়োজিত কর্মসূচির মধ্যে ছিল শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ চিত্রাঙ্কন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর ৪৩তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বিপিএটিসি-তে আয়োজিত রক্তদান কর্মসূচি

প্রতিযোগিতা, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য কবিতা আবৃত্তি এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য রচনা প্রতিযোগিতা । প্রতিটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোরদের বয়স ও শ্রেণির ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এছাড়া বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ আয়োজন করে রক্তদান কর্মসূচি। রক্তদান কর্মসূচিতে শিশু-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে শিশুদের উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৮ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে সুবিন্যস্ত কর্মসূচি ঘোষণা করে। ঘোষিত কর্মসূচি-তে বিপিএটিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি তাদের সন্তান (শিশু ও কিশোর) এবং বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা কার্যক্রম ছিল। শিশু-কিশোরদের মেধা ও মনন বিকাশ, দেশের ইতিহাস জানা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করার লক্ষ্যে বিজয় র‍্যালী, আলোচনা সভা ও দিবসটির মর্মগাঁথার উপর ভিত্তি করে চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, রচনা এবং দেশাত্ববোধক গানের

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিপিএটিসি-তে বিজয় র‍্যালীতে শিশুদের অংশগ্রহণ

প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এছাড়া শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট ও ফুটবল খেলারও আয়োজন করা হয়।

ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস ৯৯৯

বাংলাদেশের নাগরিকদের জরুরি সেবা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক চালু করা হয়েছে ৯৯৯ জরুরি সেবা হেল্পলাইন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এঁর পুত্র ও তাঁর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এই সেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিন ধরনের জরুরি সেবা এ হেল্পলাইন থেকে পাওয়া যাচ্ছে-

- পুলিশী সহায়তা
- ফায়ার সার্ভিস
- এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস।

৯৯৯ একটি টোল ফ্রি সার্ভিস এবং ২৪ ঘন্টাই এ সার্ভিস পাওয়া যায়। মোবাইল ফোনে টাকা না থাকলেও ৯৯৯ এ ফোন করা যায়। বিভিন্ন ধরনের কল ও জরুরি সেবা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অপারেটরগণ কাজ করছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ ইমার্জেন্সি সার্ভিস হেল্পলাইনটি পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন স্তরের পুলিশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সমন্বয়ে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ ইমার্জেন্সি রেসপন্ডার, ডিসপাচার এবং অভিজ্ঞ সুপারভাইজারদের মাধ্যমে এ সেবা পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ৯৯৯ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস বা জরুরি সেবা হেল্পলাইনটি সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের একটি পাইলট কর্মসূচি ছিল এবং পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস কর্তৃক পৃথকভাবে সেবা দেয়া হত। এখন একটি নম্বর থেকে সমন্বিত সেবা পাওয়া যাচ্ছে। জরুরি প্রয়োজনে যে কোন নাগরিক বা শিশু ইমার্জেন্সি নম্বরে ফোন করে সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

শিশুর সহায়তায় ফোন-১০৯৮

বাংলাদেশ সরকার শিশু অধিকার ও শিশুর সুরক্ষায় একটি সহায়তা ফোন চালু করেছে। শিশুর সহায়তার এই ফোন নম্বরটি হলো ১০৯৮। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর এই সুরক্ষামূলক ফোন নম্বরটি পরিচালনা করছে। এটি একটি সম্পূর্ণ টোল ফ্রি নম্বর অর্থাৎ এই নম্বরে ফোন করতে কোন টাকা লাগে না। ফোন নম্বরটি ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে। সহিংসতা, অপব্যবহার ও নির্যাতনের শিকার যে কোন শিশু ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে বিভিন্ন সেবা পেতে পারে। এই ফোন নম্বর থেকে যে সকল সেবা পাওয়া যায় :

- শিশুর প্রতি সহিংসতা বা নির্যাতন প্রতিরোধ।
- শিশু পাচার রোধে জরুরি সহায়তা।
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম ও শিশু বিবাহ রোধে সহায়তা।
- শিশুদের আইনি সেবা পেতে সহায়তা।
- ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে শিশুকে উদ্ধার।
- টেলিফোনে তথ্য ও কাউন্সিলিং সেবা।
- বিদ্যমান যে কোন সামাজিক সুরক্ষা সেবা পেতে সহায়তা।

শিশুর সুরক্ষায় বাঁধা সৃষ্টিকারী যে কোন ধরণের সহিংসতার প্রতিকার ও প্রতিরোধে শিশুর সহায়তার ফোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প ফেইজ-২ এর আওতায় বর্ণিত কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। 'থাকলে শিশু সুরক্ষিত, উন্নয়ন হবে অর্জিত' এই স্লোগানে শিশুর সহায়তার ফোন নম্বরটির প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার হেল্পলাইন নম্বর - ১০৯

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশে একটি ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এই সেন্টারে হেল্পলাইন ১০৯ নম্বরে ফোন করে সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার যে কোন নারী ও শিশু বিভিন্ন সহায়তা ও প্রতিকার পেতে পারে। বাংলাদেশের

নারী ও শিশুদের একটি অংশের প্রাত্যহিক জীবনকে সহিংসতা ও নির্যাতন নানান ভাবে প্রভাবিত করে। নারী ও শিশুরা বেশির ভাগ সময় তাদের ঘনিষ্ঠ জনদের দ্বারাই সহিংসতার শিকার হয়। অনেক সময় তারা অচেনা কারো দ্বারাও সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। স্কুল ও কলেজগামী ছাত্রীরা যৌন হয়রানী বা ইভ-টিজিং এর শিকার হয়ে থাকে। অনেক নারী শিক্ষার্থী সহিংসতার শিকার হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া নির্যাতনের কারণে অনেকে প্রাণও হারান এবং আত্মহত্যার মত দুঃখজনক পথ বেছে নেন। সহিংসতার কারণে নারী ও শিশুর মানষিক ও শারীরিক ক্ষতি হয়ে থাকে।

নারী ও শিশুরা সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হলেও আইন-কানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় অনেক সময় যথাযথ প্রতিকার পান না। সহিংসতা ও নির্যাতনের বিষয়ে কারো সাথে আলোচনা করতে পারেন না। এই প্রেক্ষাপটে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান এবং বিদ্যমান অন্যান্য সেবার সাথে সংযুক্ত করে দিতে ২০১২ সালের ১৯ জুন এ বিশেষ হেল্পলাইন প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১০৯ হেল্পলাইনটি সম্পূর্ণ টোল ফ্রি এবং সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘন্টাই ফোন করা যায়। বাংলাদেশের সকল স্থান থেকে যে কোন মোবাইল এবং অন্যান্য টেলিফোন হতে এই নম্বরে ফোন করা যায়। হেল্পলাইনটি হতে আইনী পরামর্শ, পুলিশি সহায়তা, টেলিফোন কাউন্সিলিং, সহিংসতা সম্পর্কিত তথ্য, অন্যান্য সংগঠনের সেবার সাথে সংযুক্ত করা ইত্যাদি সেবা পাওয়া যাচ্ছে। এখন প্রয়োজন এটির ব্যবহারে সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় প্রচারণা চালানো। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার ও ডেনমার্ক সরকারের যৌথ উদ্যোগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টি সেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় এই ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ভবনে এই ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারটি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা
ড. এম আসলাম আলম
(সিনিয়র সচিব)
রেক্টর
বিটিএটিসি, সাভার, ঢাকা

উপদেষ্টা
ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া
পরিচালক (পিপিআর)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

সম্পাদক
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রকল্প)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

সহকারী সম্পাদক
মোঃ ইউসুফ আলী
সহকারী পরিচালক (রেকর্ড)
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা
মোহাঃ আনোয়ার হোসেন
প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট
ও ফোকাল পার্সন
ইউনিসেফ বাংলাদেশ, ঢাকা

প্রকাশনা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
(বিপিএটিসি-ইউনিসেফ বাংলাদেশ যৌথ সহযোগিতার আওতায় প্রকাশিত)
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩
বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৭৭৪৫০১০-১৬
ওয়েব : www.bpatc.org.bd

মুদ্রণে
এ.টু.জেড প্রিন্টিং প্রেস
নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৭১৮-৮২৮১৯৭
ই- মেইল: a2zpress1@gmail.com

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জেলা প্রশাসন ও সিভিল সোসাইটি তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করতে পারে- অভিমত জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় এঁর

শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং তারাই একদিন বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে। সেজন্য শিশুদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণ, তাদের সুষ্ঠু বিকাশ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক কর্মসূচির আয়োজন, বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রণ, যৌন হয়রানী (ঈভ-টিজিং) বন্ধকরণ

'শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা শীর্ষক' ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশনে জেলা প্রশাসক পঞ্চগড়

ইত্যাদি ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসন বিশেষ করে জেলা প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-এ অভিমত পঞ্চগড়ের জেলা প্রশাসক জনাব সাবিনা ইয়াসমিন এঁর। তিনি ৫ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা' শীর্ষক এক ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশনে উল্লিখিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো অভিমত ব্যক্ত করেন যে মাঠ প্রশাসনের পাশাপাশি সিভিল সোসাইটি শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সিভিল সোসাইটিকে শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় আরও উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর অংশীদারিত্বের আওতায় দলীয় আলোচনাটি অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর পরিচালক (প্রকল্প) জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

তৃতীয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিপিএটিসি ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর মধ্যকার অংশীদারিত্ব জোরদারকরণের লক্ষ্যে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের সম্মতিতে তৃতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যার মেয়াদকাল হবে ২০১৮ থেকে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। উল্লিখিত পরিকল্পনায় গৃহীত প্রধান প্রধান কার্যাবলী হল স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ নবায়ন, বিদ্যমান থিমেটিক গ্রুপটির পুনর্গঠন, শিশু অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন, এসডিজি ও শিশু অধিকার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কোর্স আয়োজন, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে পর্যালোচনা, ডেটা রিপোজিটরি সমৃদ্ধকরণ, দেশি-বিদেশী স্বনামধন্য বক্তাদের সমন্বয়ে বার্ষিক বক্তৃতার আয়োজন, উন্নয়নশীল দেশসমূহে শিশু অধিকার সংক্রান্ত কর্মকান্ডের বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসূচির আয়োজন প্রভৃতি।